আইন উপদেষ্টা জনগণের আস্থা হারিয়েছেন: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী



সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং তার সহকর্মীদের প্রতি জনগণের আস্থা ক্রমেই কমে গেছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, “জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশটি জনগণের সামনে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত আদেশটি ড্রাফট আকারে প্রকাশ করা হোক, যাতে জনগণ সরাসরি তা পর্যালোচনা করতে পারে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো—এই প্রস্তাবটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা থাকলেও, সেখানকার উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের প্রতি জনগণের আস্থা নেই।”

পাটওয়ারীর অভিযোগ, আসিফ নজরুল বারবার জনগণের প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে জুলাই সনদকে সংবিধানের ব্যাখ্যার আড়ালে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, “গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি ও জনগণের ঐতিহাসিক আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে জুলাই সনদকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা চলছে। এটি জনগণের প্রত্যাশা ও জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী।”

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক আরও বলেন, “ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের চেতনায় ঐকমত্য কমিশন যে জুলাই সনদ তৈরি করেছে, তা আসলে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। কিন্তু কেউ যদি সেখানে বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তারা পরোক্ষভাবে ফ্যাসিবাদী শক্তির পথ প্রশস্ত করছে।”

তিনি স্মরণ করিয়ে বলেন, “গত বছরের পাঁচ তারিখে আমরা দেখেছি—জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে কিছু ব্যক্তি ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা তখন আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির নামে হলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল জুলাই সনদকে ব্যাহত করা এবং পুরনো স্বৈরাচারী কাঠামো ফিরিয়ে আনা।”

পাটওয়ারী আরও জানান, “ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে ঐকমত্য কমিশন কাজ করছে, তাদের খসড়া আদেশ জনগণের সামনে প্রকাশ করলেই আমরা তা পর্যালোচনা করব। এরপর এনসিপি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নেবে।”